(১) "দরদী লোকের সুকাব্যজনিত চিত্তের অনুভূতি বিশেষের নামই 'রস'। সুতরাং বলা যেতে পারে কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয় — সহৃদয় কাব্য পাঠকের মন।" (রস)

অলংকার শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নানান প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন। কেউ বলেছেন, শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে কাব্য গড়ে ওঠে, কেউ বলেছেন অলংকার কাব্যের আত্মা, কেউ জানিয়েছেন, রীতি কাব্যের শেষ কথা। কেউ আবার বক্রোক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধ্বনিবাদীরা 'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য' বললেও শেষপর্যন্ত 'রসধ্বনি' অর্থাৎ রসকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেছেন। আর এ বিষয়ে রসবাদীরা চরম সিদ্ধান্ত করলেন — 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম' অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। কাব্যবিচারে রসকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এযুগের কাব্যতাত্ত্বিকেরাও।

কাব্যকে আস্বাদযোগ্য বা আনন্দযোগ্য করে তোলে রস। সংস্কৃত 'রস' ধাতুর অর্থ হল, যা আস্বাদনযোগ্য এখন প্রশ্ন, এই রসকে পাঠক কিভাবে অনুভব করে থাকেন? কোথায়ই বা জন্মগ্রহণ করে এই রস? একদল বলেন, কাব্যের মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকে সেই উপাদানই পাঠকের হৃদয়ে রসের সঞ্চার করে। কেউ বলেছেন, রসের আধার হল কবির হৃদয়। আবার অভিনব গুপ্তের মতো অনেকে জানিয়েছেন, বাক্যে নয়, কবিতে নয়, পাঠকের মনে থাকে রস। মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপরে সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসার অনুভূতি নির্ভরশীল। সাহিত্যের রসের আস্বাদন বহিরিন্দ্রিয় রসোবেদনের মাধ্যমে সম্ভব হয়। সাহিত্যের রসের আস্বাদন অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তর্বেদনের সাহায্যে সম্ভব নয়। তাই সকলে নন — সহৃদয় ব্যক্তি কাব্যরস পান করে ধন্য হন।

এখন প্রশ্ন সহৃদয় ব্যক্তি কারা? কাব্য অনুশীলনের অভ্যাসের ফলে যাদের মনের আয়নায় কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়-তন্ময়তা লাভ করে, তারাই হলেন সহৃদয় ব্যক্তি। সহৃদয় ব্যক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এমনই কথা বলেছেন আচার্য অভিনব গুপ্ত 'যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসে বশাদবিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ী ভবনযোগ্যতা তে হৃদয় সংবাদ ভাজঃ সহৃদয়াঃ।' এক কথায় বলা যায় কাব্যের বিষয়ের সঙ্গে যিনি একাত্ম হতে পারেন, তিনিই হলেন সহৃদয়-ব্যক্তি। তাই কাব্য সকলের জন্য নয়। রসের আস্বাদন-যোগ্য সহৃদয় ব্যক্তির জন্যই কাব্য। কবি যদি রসের আস্বাদনে সক্ষম হন, তবে তিনি তা আস্বাদন করবেন সহৃদয় পাঠকের ভূমিকা থেকে। সহৃদয় ব্যক্তি যখন কাব্য রসের আস্বাদন করেন, তখন তার চেতনা থেকে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির চিন্তা দূর হয়ে যায়। যতক্ষণ ব্যক্তিগত লাভক্ষতির চিন্তা চেতনাকে আচ্ছাদন করে রাখে ততক্ষণ রসাস্বাদন সম্ভব নয়। রজঃগুণ এবং তমোগুণ রসাস্বাদে বিঘ্নঘটিয়ে থাকে। রজঃ ও তমোগুণ দূর হয়ে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হলে মন স্থির হয়। অভিনব গুপ্ত এই অবস্থার নাম দিয়েছেন 'চিত্তবিশ্রান্তি'। এই শান্ত পরিশীলিত মনে কোনো অহংচেতনা থাকে না। এই অবস্থায় পাঠকের মনে 'স্ব-সংবিদানন্দচর্বণ' -এর মতো ব্যাপার সংঘটিত হয় এবং রসাস্বাদন সম্ভব হয়। বারবার কাব্যচর্চার ফলে পাঠকের পক্ষে এমন মনের অধিকারী হওয়া সম্ভব। এই ভাবে যখন পাঠকের হৃদয়ে রসাস্বাদনের অনুভূতি জন্মায়, তখন সেই পাঠক হয়ে ওঠেন 'কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞ'। আর তখনই একমাত্র সেই পাঠকের

Scanned with CamScanner

পক্ষে রসাস্বাদন করা সম্ভব। তাই কবি নন, একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে কাব্যরসের আস্বাদন করা সম্ভব। যিনি সহৃদয় ব্যক্তি নন, তাঁর কাছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'শাশ্বতী' কিম্বা জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' অকাব্য হতে পারে, তাঁর ভালো লাগতে পারে 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে'। একই কবিতা কোনো একসময়ে কোনো পাঠকের বিশেষ ভালো লেগে যায়, আবার কোনো এক সময়ে সেই কবিতা সেই পাঠকের ভালো নাও লাগতে পারে। মানসিক অবস্থাতেই এই ভিন্নতার কারণ। কাব্যরস কখনও বিষয়-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না —তা আস্বাদন করতে হয় অনুভূতি দিয়ে। আলংকারিক জানিয়েছেন, রস হল 'সকল সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী'। অ্যারিস্টটলের ভাষায় বলতে হয়, 'The pleasure of art are not for the artist but for those who enjoy what he creates.' (বুচারের ব্যাখ্যা)

Scanned with CamScanner

২। "শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্য পাঠে মনে যে করুণ রসের সঞ্চার হয়, তা' চোখে জল আনলেও মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে।' (রস)

অথবা,

"রস জিনিসটি লৌকিক বস্তু নয়।" (রস)

অথবা,

রসের মানসিক উপাদান যে 'ভাব', তা দুঃখময় হ'লেও তার পরিণাম যে 'রস', তা নিত্য আনন্দের হেতু।" (রস)

" এ কো রসঃ করুণ এব" ভবভূতি

কাব্যপাঠে পাঠকের হৃদয়ে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়, সেই অনুভূতি হল রস। কাব্যতাত্ত্বিক জানিয়েছেন, 'দরদী লোকের সুকাব্যজনিত চিত্তের অনুভূতি বিশেষের নামই রস'। এই রসের সৃষ্টি হয় কিভাবে? রসতাত্ত্বিকেরা রস-সৃষ্টির পিছনে বাহ্যিক উপাদান ও মানসিক উপাদান, এই দু'রকম উপাদানের কথা বলেছেন। বাহ্যিক উপাদান হল 'মনের ভাব'। 'মনের ভাব' আর 'লৌকিক ভাব' এক নয়। 'লৌকিক ভাব' 'মনের ভাবে'র সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রসে পরিণত হয়। দার্শনিক কান্ট বলেছেন, বাহ্যিক, উপাদান মনের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত-হয়ে জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। 'রস' সৃষ্টির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। তথাপি 'রস' সৃষ্টির জন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভার সহায়তার প্রয়োজন হয়। বাইরের কোনো দুঃখজনক ঘটনা দেখলে আমাদের চোখে জল আসে। এতে 'শোক' নামক ভাবের সৃষ্টি হয়, 'রসে'র সৃষ্টি হয় না। 'শোক' ভাব কাব্য থেকে সৃষ্টি হয় নি। কবির প্রতিভার পরিচয় সেখানে নেই। কবি যখন তাঁর অঘটন ঘটন পটীয়সী প্রতিভার বলে সেই লৌকিক 'শোক' ভাবকে অলৌকিক চিত্ররূপ দিতে পারেন তবে তখন পাঠকের হৃদয়ে অলৌকিক 'করুণ' রসের সৃষ্টি হয়। কবির সৃষ্ট-কাব্যের রস সহৃদয় পাঠক চিত্তে অভিব্যক্ত হলে কাব্য সার্থক হয়। রসিকের কাব্যরস আস্বাদন তখন ব্রহ্ম-আস্বাদনের মতো হয়ে দাঁড়ায়। জীব তখন সেই রসাত্মা ব্রহ্মকে লাভ করে আনন্দিত হন - 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্)। ভাবলৌকিক হলেও রস অলৌকিক। (ক্রৌঞ্চীর বিলাপ দেখে মহাকবি বাল্মীকির অন্তরের শোক-করুণায় রূপান্তরিত হয়। করুণার অনুভূতি শ্লোকে করুণ রসের জন্ম দিল। তখন আর করুণ রস লৌকিক রইলো না, সার্বজনীন রূপ পেয়ে অলৌকিক হয়ে দাঁড়ালো। অলৌকিক করুণ রস দুঃখদায়ক নয়। দুঃখদায়ক হলে কেউ 'রামায়ণ' পাঠ করতো না। লাইনে দাঁড়িয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে হাজির ঝক্কি পুইয়ে কেউ দুঃখের ছায়াছবি দেখতে হলে যেতো না। করুণ রস যে দুঃখদায়ক নয়—হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্র তা বুঝতে পারেন — 'করুণাদাবপি রসে জায়তে, যৎ পরং সুখম। সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত কেবলম্।।' অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির

Scanned with CamScanner

ফলস্বরূপ ক্যাথারসিসের কথা বলেছেন - 'the curative and tranquillising influence that tragedy exercises follows as an immediate accompaniment of the transformation of feeling.' অ্যারিস্টটল বর্ণিত 'পারগেশানে' আনন্দের কথা বর্ণিত হয়েছে। মানুষ যখন দুঃখের কাব্য পাঠ করে তখন সেই কাব্যের সঙ্গে কাব্যের যাদুশক্তিতে একাত্ম হয়ে যান। বিভাবাদির দ্বারা 'সাধারণীকরণ' ঘটে — ভেদজ্ঞান নির্মূল হয়। কিন্তু শুধু ভেদজ্ঞান নির্মূল হলেই হবে না। একই সঙ্গে নৈকট্য ও দূরত্ব থাকলে তবেই আনন্দলাভ সম্ভব। লৌকিক জগতের শোকভাব বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাবের সংযোগে অলৌকিক করুণ রসে পরিণতি লাভ করে। বিশ্বনাথ 'সাহিত্য দর্পণ'-গ্রন্থে জানিয়েছেন, লৌকিক জগতের সঙ্গে-যুক্ত বলে শোক হর্ষাদির হেতু সমূহ থেকে পৃথিবীতে লৌকিক শোক হর্ষাদির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাব্যজগতের সঙ্গে যুক্ত-হওয়ার জন্য এই শোক হর্ষাদির কারণাদি অলৌকিক বিভাবত্ব লাভ করে এবং তা থেকে সুখ বা আনন্দের জন্ম হয়। পাঠক যখন অনুভব করেন এই দুঃখ একই সঙ্গে তাঁর এবং তাঁর নয়, আবার অপরের এবং অপরের নয়, তখনই আনন্দলাভ ঘটে। অলৌকিক কাব্য পাঠকরেই এই মিশ্র অনুভূতি লাভ করা সম্ভব। বাস্তবের জগতে এটা সম্ভব নয়। শেলী জানিয়েছেন মানুষের আত্মা জৈবিক সত্তা ও অন্তরতম সত্তা এই দু'ভাগে বিভক্ত। এই দু'ভাগে সামঞ্জস্য দানে আনন্দের সৃষ্টি হয়। গভীর দুঃখ মহৎ আনন্দের জন্ম দেয় - 'our sweetest songs are those that tell of saddest thought.' দার্শনিক রুশো জানিয়েছেন, মানুষের মনে আছে পরশ্রীকাতরতা। তাই অপরের দুঃখ দেখে সে এক ধরনের আনন্দ উপলব্ধি করে। শোপেনহাওয়ার লিখেছেন, 'প্যাশনের ঝড়, দুঃখ ও ভীতির অসহনীয় চাপ এবং ইচ্ছার যাতনা সব কিছু প্রশমিত হয় কাব্যপাঠের ফলে। অহং চেতনার বিলোপ ঘটে। লাভ হয় আনন্দ।' ফ্রেডারিক শীলার বলেছেন, জগত উচ্চতর নীতি-শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ। যে ঐ নীতি লঙঘন করে তার শাস্তিতে আমরা আনন্দিত হই। কাব্য পাঠ করার সময় সহৃদয় পাঠকের সমস্ত সত্ত্বা গভীর ভাবে আন্দোলিত হয়। একটি মূল ভাবকে কেন্দ্রকরে বিভিন্ন সঞ্চারী ভাব আমাদের চিত্তকে গ্রাস করে, তার-ফলে আমরা আত্মসাক্ষাৎ লাভ করি এবং তার ফলে আমরা আনন্দ উপলব্ধি করি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতা সূচক।' সুতরাং, এখন আমরা বলতে পারি রসের মানসিক উপাদান দুঃখদায়ক হলেও, তার পরিণামী রস হল, আনন্দের সামগ্রী।

Scanned with CamScanner

(৮) 'কাব্যের আত্মা যা-ই হোক, ওর শরীর হচ্ছে বাক্য—অর্থযুক্ত পদসমুচ্চয়। সুতরাং কাব্যদর্শনে যাঁরা দেহাত্মবাদী, তাঁরা বলেন, ঐ বাক্য অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ ছাড়া কাব্যের আর স্বতন্ত্র আত্মা নেই। বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আট পৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে।' (ধ্বনি)

অথবা,

'কাব্য যে মানুষের উপাদেয়, সে এই অলংকারের জন্য কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ।' (ধ্বনি)

সঙ্গীতের মতো কাব্য হল কল্পনাশ্রয়ী। একদিকে সে 'অর্থযুক্ত পদ সমুচ্চয়ে' সুষমান্বিত, অন্যদিকে আবার ভাবের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, ভাষা সেখানে ভাবের বাহন হয়ে আসে। সান্তায়ানা কবিকে কথার স্বর্ণকার বলেছেন। যেহেতু তিনি স্বর্ণকার, তাই গদ্যের মতো কাব্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে নানান সাজ—সজ্জায় সাজিয়ে নানান ছলাকলায় পটীয়সী করে তোলেন। কথার সোনায় তিনি কাব্যের অলংকার বানান। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সুইনবার্ণ আমাদের সাহিত্যের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এমন কিছু কবিতা লিখেছেন, সেখানে শব্দের খেলা ছাড়া আর কিছু নেই। কেউ কেউ কাব্যকে তো সঙ্গীতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে তুলনা করেছেন রমণীর সঙ্গে। অলংকার যেমন নারীর ভূষণ, অলংকারবাদীরা তেমন শুধু কাব্যের ভূষণ বলেই অলংকারকে ক্ষান্ত হন নি। তাঁরা বলেছেন, কাব্য মানুষের কাছে উপাদেয় হয়ে ওঠে অলংকারের জন্যই। ভামহ থেকে কুন্তক পর্যন্ত প্রায়াসকলে কাব্যে অলংকার প্রয়োগের কথা বলেছেন। কাব্যের আলোচনার প্রয়োগের কথা বলেছেন। কাব্যের আলোচনায় আনন্দবর্ধনও আলংকারকে একেবারে বাদ দেন নি। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পুরুষের ব্যবহার মোটের উপর সুস্পষ্ট হইলেই ভালো, কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ, আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই। সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে তাহার চলে না।' কবিতার অলংকার অনেক সময়ই এক বিস্ময়কর অনুভূতির জগতে নিয়ে যায়। হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ঐতিহ্যকে প্রাণবন্ত করে তোলে। আকাশের চাঁদ কারো কাছে প্রিয়ার ঠোঁট, কারো কাছে কাস্তে। আবার ভালোবাস হয়ে ওঠে লাল গোলাপ — 'My love is live a red, red rose'। অলঙ্কার অভিজ্ঞতার উপলব্ধি ঘটিয়ে কাব্যকে রসসমৃদ্ধ করে তুলতে সহায়তা করে। অলংকার বাদীরা তাই বলেন কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা শব্দ ও অলংকারে। তথাপি

Scanned with CamScanner

অলংকার থাকলেই কাব্য রসোত্তীর্ণ হবে, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। অলংকার আছে, অথচ কাব্য হয়নি এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।' এখানে অনুপ্রাস অলংকার আছে, অথচ চরণটি কাব্য হয়ে ওঠে নি।

Scanned with CamScanner

(৯) 'অলংকৃত বাক্য মাত্রেই যে কাব্য নয়, আর নিরলংকার বাক্যও কাব্য হতে পারে, তাঁর কারণ কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'রীতি'। রীতিরাত্মা কাব্যস্থ।' (ধ্বনি)

অথবা,

'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল 'স্টাইল'। স্টাইলের গুণেই বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্য হয়, আর তাঁর অভাবে বক্তব্য বিষয়ের সমতা থাকলেও অন্য বাক্য কাব্য হয় না।' (ধ্বনি)

অথবা,

'অঙ্গে অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়ব সংস্থান নির্দোষ হয়। স্টাইল হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়ব সংস্থান। (ধ্বনি)

এই বিশ্বসংসারে এমন অনেক কবিতা আছে যারা নিরলংকার হয়েও যথার্থ কাব্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষ চিঠি' কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরছি—

"অমলার ঘরে বসে সেই আখোলা চিঠি খুলে দেখি,
তাতে লেখা—
'তোমাকে দেখতে বড়ডো ইচ্ছে করছে'
আর কিছুই নেই।"

কন্যার মৃত্যুতে বাবার শোক কবিতায় যথার্থ করুণরসের স্ফূরণ ঘটিয়েছে। সেই জন্য সমালোচক জানিয়েছেন, নিরলংকৃত বাক্যও কাব্য হতে পারে, কারণ কাব্যের আত্মা হল রীতি। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ভাব সমস্ত লোকের আনন্দের সামগ্রী হলেও, 'রচনা' হল লেখকের রীতি। রবীন্দ্রনাথ যাকে রচনা বলেছেন, আলংকারিক তাকে 'রীতি' বলেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে তারই নাম হয়েছে 'স্টাইল'।

রীতি হল বিশিষ্ট পদচারণা। কিন্তু এই বিশিষ্টতা কোথায়? কাব্যের গুণে এবং অন্যস্বভাব বৈশিষ্ট্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দীঘি বলিতে জল এবং খনন-করা আধার দুই একসঙ্গে বুঝায়। কিন্তু কীর্তি কোনটা? জল মানুষের সৃষ্টি নহে, তাহা চিরন্তন। সেই জলকে বিশেষভাবে সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিবার যে উপায়, তাহাই কীর্তিমান মানুষের নিজের।' ভাব অনুযায়ী প্রকাশের ভঙ্গিমাই কাব্যকে চমৎকারিত্ব দান করে। 'কাব্যালংকার'—গ্রন্থে আচার্য বামন বললেন 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। 'বিশেষো গুণাত্মা।' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল রীতি। বৈশিষ্ট্যযুক্ত পদরচনা হল রীতি। এই বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে থাকে গুণ। 'কামধেনু'তে বলা হয়েছে, কাব্যের শরীরের আত্মা হল রীতি। রাজশেখর 'কাব্যমীমাংসা'য় বলেছেন, শব্দবিন্যাসের বিশেষ পদ্ধতি হল রীতি। আর নানা সূত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি, এই বিন্যাসকে চারুত্বদানে প্রয়োজন গুণের। গুণের সংখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দান করেছেন। 'কাব্যপ্রকাশ'—গ্রন্থে রসের উৎকর্ষ সাধনকে গুণ বলা হয়েছে। আবার বিশ্বনাথ 'সাহিত্যদর্পণে' রসের ধর্মকে গুণ বলেছেন। এই দুই-গ্রন্থে তিনটি গুণকে স্বীকার করা হয়েছে মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ। ভরত, বা মন দশটি গুণের কথা বলেছেন। ভোজদেব চব্বিশটি গুণের নাম উল্লেখ করেছেন। শব্দ ও অর্থ-অনুযায়ী এই গুণগুলি স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। রীতিবাদীরা জানিয়েছেন, রীতির অভাবে বাক্যে গুণ থাকলেও তা কাব্য হয়ে ওঠে না। সুতরাং—এদের মত অনুযায়ী রীতিই হল কাব্যের শেষ কথা।

Scanned with CamScanner

এই 'রীতি' কে ইংরেজিতে 'style' বলা হয়েছে। বুফোঁ ঘোষণা করছেন 'Style is the man', এর লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'To give the phrase, the sentence the structural member, the entire composition, song or essay, a unity with its subject and with itself' পাশ্চাত্য সাহিত্যে আদর্শবাদী style-এর প্রবক্তা হলেন প্লেটো এবং বস্তুবাদী style-এর প্রবক্তা হলেন অ্যারিস্টটল। ম্যাথু আর্নল্ড জানিয়েছেন style হল 'a peculiar recasting and heightening' পাশ্চাত্য দেশে 'style' থেকে যেমন 'stylistics' আলোচনার জন্ম হয়েছে, আমাদের দেশে তেমন 'রীতি' থেকে রীতিবাদী আলোচনার জন্ম হয়েছে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'রীতি' ও 'style'-কে একই অর্থে গ্রহণ করেছেন। 'পৃথিবীর অনেক কবির কাব্য এই গুণেই লোকরঞ্জক হয়েছে। ভরতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁর স্টাইল।' কালিদাসও জানিয়েছেন, মনোরম আকৃতি সমস্ত কিছুকে নিজের গুণে মানিয়ে নিতে পারে — 'কিমিব হি মধুরানাং মন্ডনং নাকৃতীনাম্'

এই প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'অবয়ব সংস্থান'-এর কথায় এসেছেন এবং বলেছেন style হচ্ছে নির্দোষ অবয়ব সংস্থান। রমণীর দেহে নির্দোষ অবয়ব সংস্থান থাকলে, তবে তাতে অলংকার পরিধান করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। বিশ্বনাথ 'সাহিত্যদর্পণে' লিখেছেন, 'রী-তয়ঃ অবয়ব সংস্থান বিশেষবৎ, অলংকারাশ্চ কটক-কুন্তলাদিবৎ'। কিন্তু এখানেই রীতিবাদের অক্ষমতা ধরা পড়ে। রমণী দেহের নিখুঁত অবয়ব সংস্থানে অলঙ্কার পরিয়ে তার লাবণ্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। রমণীর লাবণ্য অবয়বের অতিরিক্ত জিনিস। ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আমরা এ বিষয়ে নানান রকম প্রমাণ পেয়েছি। মহাকবিদের কাব্যে এমন কিছু থাকে, যা শব্দ-অর্থ রীতি সব-কিছুর উর্ধ্বে বিচরণ করে। রীতিবাদীরা বলেন, গুণসমূহ কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে। তাহলে 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম তলায় কে' — এই কাব্যে প্রসাদগুণ আছে অর্থাৎ, অর্থ স্পষ্টভাবে পাঠকের কাছে অনুভব গম্য হয়েছে। তথাপি রসপরিণামে কাব্যের মাধুর্য রক্ষিত হয়নি। সুতরাং, রীতিকে বড় করে দেখলে কাব্যের স্বরূপকে ছোটো করে দেখা হয়।

Scanned with CamScanner

(১৬) 'কাব্যের সুন্দরের আড়ালে সত্য ও শিব আছে বলেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যা সত্য তাই মঙ্গলজনক, আর যা মঙ্গলজনক তাই সুন্দর। কাব্য হল বিশ্বজগতের ডাকে সৃষ্টিশীল মানুষের আনন্দলীলা। বাস্তব জীবনের সুন্দরের মধ্যে 'সত্য' ও 'শিব' না থাকায় বাস্তব জীবনের সত্য অসুন্দর। কবি সেই সত্যকে সাজ পোশাকে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলেন — 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা। তুমি আমারই গো তুমি আমারই....।' বাস্তব জগতে যাকে সুন্দর দেখি, কাব্যের উপজীব্য শুধু সেই সুন্দর নয়, বাস্তব জগতে যাকে অসুন্দর বা কুৎসিৎ দেখি, কাব্যের বিষয় হিসাবে তারও গুরুত্ব কম নয়। রামায়ণের কুঁজো মন্থরা একটি উজ্জ্বল চরিত্র হয়ে পাঠকের মনে দাগ কেটে আছে দীর্ঘকাল ধরে। আনন্দ থেকেই কাব্যের জন্ম। সত্য, শিব ও সুন্দরের জন্মও এই আনন্দ থেকে — 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। ভারতের প্রাচীন আলংকারিকেরা 'সুন্দর' বলতে চারুত্বপ্রদান করাকে বুঝিয়েছেন। আবার এও জানিয়েছেন, সৌন্দর্য বস্তুর মধ্যে নেই, সৌন্দর্য আছে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে। রসও সৌন্দর্যকে তারা অনেকাংশে একার্থেও গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রেম যেখানে ভাব, সৌন্দর্য সেখানে তাহার অক্ষর; প্রেম যেখানে হৃদয়, সৌন্দর্য সেখানে গান; প্রেম যেখানে ভাব, সৌন্দর্য সেখানে শরীর; এই জন্য সৌন্দর্য প্রেম জাগায় এবং প্রেমে সৌন্দর্য জাগাইয়া তুলে'। প্রকৃত সুন্দর সংকীর্ণ জগৎ ছাড়িয়ে বৃহৎ জগতের সঙ্গে মেলার আনন্দ এনে দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সুন্দরকে সত্য বলেছেন; আর যা সত্য তাকে 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলজনক বলেছেন। এই প্রসঙ্গে কীটসের স্মরণীয় সেই উক্তিকে তিনি স্মরণ করেছেন —

> 'Beauty is truth, truth beauty, that is all
> ye know on earth and all yeneed to know.'

বাস্তবের সত্যকে পূর্ণরূপে অনুভব বা আস্বাদন করা যায় না। সত্যকে পূর্ণরূপে অনুভব করার জন্য প্রয়োজন মনের চোখ। প্রেমকে যারা সত্য বলে জেনেছেন, হাসিমুখে তাঁরা প্রেমের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। কবি সত্যকে পূর্ণরূপে অনুভব করতে পারেন বলেই কাব্যের সত্য আরও বাস্তব, সত্য কখনও এক হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সত্য

Scanned with CamScanner

বলিব, অথচ বানাইয়া বলিব।' কাব্যে রস পরিবেশনের জন্য বাস্তবের যতটুকু সত্য প্রয়োজন কবি ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করেন, বাকি অংশ কবি কল্পনা দিয়ে ভরাট করেন। কবির কল্পনার গুণে কাব্যসুন্দর হয়ে ওঠে। কবির সেই সৃষ্টি থেকে বের হয়ে আসে আলোকের সৌন্দর্য জ্যোতি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, 'The light that never was on sea or land'. কোনো বিশেষ বস্তুর দিকে তাকিয়ে তাকে 'সুন্দর' বললে, তবেই তা সুন্দর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎ সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে। কাব্যের করুণ রস উপভোগ করে আমরা আনন্দলাভ করি — 'our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts', কারণ এটি সত্য; আর যা সত্য একমাত্র তাই সুন্দর ও মঙ্গলজনক। রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকিমুনিকে নারদ জানিয়েছেন, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'। কবিদের প্রসঙ্গে প্লেটো তাই তাঁর 'I on' গ্রন্থে জানালেন — 'These souls flying like bees from flower to flower and wandering over the gardens and meadows and the honey flowing fountains of the houses return to us landen with the sweetness of melody; and arrayed as they are in flames of rapid imagination they speak of truth.' তাই কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ হল আনন্দ, কারণ কাব্য সুন্দর এবং সুন্দরের সঙ্গে সত্য শিব ওতঃপ্রতো ভাবে জড়িয়ে আছে। তাই কাব্যরসের আনন্দ ব্রহ্মানন্দের সমান। এখানেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

Scanned with CamScanner

১৮। 'বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই কাব্য হয়ে ওঠে।'

'সাজসজ্জায়' বলতে ভাষায়, ছন্দে, অলংকরণে, চিত্রকল্পে বাক্যের শব্দ ও অর্থকে সাজিয়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

ভরত কাব্যের আত্মারূপে রসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এরপর কাব্যদেহকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে এসেছেন একদল। এরা হলেন দেহবাদী। সপ্তম শতকে ভামহ ঘোষণা করলেন, 'শব্দার্থৌ সাহিতৌকাব্যম'—অর্থাৎ শব্দার্থময় বাক্যই হল কাব্য। ভামহ শব্দার্থময় বাক্যকে কাব্য বলায়, কাব্যে শব্দালংকার এবং অর্থালংকার প্রাধান্য লাভ করলো এবং এখান থেকে অলংকারবাদের জন্ম হল। আলংকারবাদীরা বললেন, অলংকার ছাড়া প্রিয়ার মুখ যেমন সুন্দর দেখায় না, তেমনই অলংকারহীন কাবেও সৌন্দর্য থাকে না। দন্ডী বলছেন, কাব্যের শোভাকারী ধর্ম হল অলংকার - 'কাব্যশোভাকরান ধর্মান্ অলংকারান্ প্রাক্ষতে'। এরপর অলংকারের ব্যাখ্যাটিকে একটু অন্যভাবে দিলেন আচার্য বামন তাঁর 'কাব্যালংকার সূত্র' গ্রন্থে। তিনি সৌন্দর্যকেই অলঙ্কার ('সৌন্দর্যম অলঙ্কারঃ') বলে ঘোষণা করলেন। অলঙ্কারবাদীরা যে সব শব্দালংকার ও অর্থালংকারকে কাব্যে গুরুত্ব দিলেন, বামন সেই অর্থে কাব্যে অলংকারকে গুরুত্ব দিলেন না। তিনি কাব্যের যা কিছু সৌন্দর্য বিধান করে তাকে অলঙ্কার বললেন। A. C. Bradley কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করার জন্য ছন্দ ও অলংকারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন 'Poetry is an art of language; and the born poet, of whatever size, is a person who has a peculiar gift for translating his experiences – Whatever he sees,

Scanned with CamScanner

hears, feels, imagines, thinks- into metrical language, a special necessity in his nature to do this, and a unique joy in doing it well.' কাব্যের লক্ষণ বিচার করতে গিয়ে Thedore walts Dunton ভাষাভঙ্গির উপর গুরুত্ব প্রদান করে লিখেছেন, 'Absolute poetry is the concreate and artistic expression of the human mind in emotional and rhythmical language.' কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করাকেই কাব্যের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছেন Walter pater, এ বিষয়ে goethe-র অভিমত আরো স্পষ্ট 'The beautiful is higher than the good, the beautiful includes in it the good' রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে জানিয়েছেন— 'তাঁকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটিই হচ্ছে সব শেষের কথা এর পরে আর কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব, তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা।' রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য-ধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সজনে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারাল।....বিম্ব যদি কোলে ডাল্নায় লাগত তাহলে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হোত। তিসিফুল সর্ষেফুলের রূপের ঐশ্বর্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরমগতি ব'লেই কবি কল্পনা তাদের নম্র নমস্কারেও প্রতিদান দিতে চায় না।' আসলে সৌন্দর্য সাধনই হল বড়কথা। সেই সৌন্দর্য বলতে কেউ নিরলংকার ভাষাকে বুঝেছেন। কেউ বলেছেন, 'বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই কাব্য হয়ে ওঠে।' 'সাজসজ্জা' বলতে তাঁরা কাব্যের ভাষা, ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্পকে বুঝিয়েছেন। ভাবের রস নিবিড়তার জন্য কবির এই যত্ন—এই সাজসজ্জা। তাই সবার শেষ কথা হল কাব্যের রস।

Scanned with CamScanner